প্রথম আলো

তারিখ 20 AUG 2013
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৩

প্রাথমিকে নারী শিক্ষক নিয়োগে যোগ্যতা এইচএসসি

প্রধান শিক্ষকদের পদমর্যাদা নিয়ে জটিলতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগে নারী প্রার্থীদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এইচএসসি) বা সমমানের ডিগ্রি করা হয়েছে। বর্তমানে নারীদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক (এসএসসি)।

পুরুষ প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা আগের মতোই দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের ডিগ্রিসহ স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি রাখা হয়েছে।

এসব বিষয় রেখে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৩ চূড়ান্ত করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। গতকাল সোমবার প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী আফছারুল আমীন বিধিমালায় চূড়ান্ত অনুমোদন দেন। কয়েক দিনের মধ্যে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

জানতে চাইলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী *প্রথম আলোকে* বলেন, পিছিয়ে পড়া নারীদের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এত দিন এসএসসি উত্তীর্ণ নারীদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, নিয়োগ পাওয়া অধিকাংশ নারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি বা তারও বেশি। জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে প্রাথমিক শিক্ষাকে পর্যায়ক্রমে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত করার কাজ শুরু হয়েছে। এসব কারণেই প্রাথমিকে নারী শিক্ষকদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি করা হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা বলেন, নতুন বিধিমালা হওয়ার ফলে ১৯৯১ সালের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

এরপর পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৪

প্রাথমিকে নারী শিক্ষক নিয়োগে যোগ্যতা

শেষ পৃষ্ঠার পর

শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা বাতিল হয়ে যাবে। তবে ইতিমধ্যে শিক্ষক নিয়োগের যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে, সেটি আগের যোগ্যতা অনুযায়ীই হবে। পরবর্তী সব নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি হবে নতুন বিধিমালার আলোকে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষাসচিব কাজী আখতার হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, কয়েক দিনের মধ্যে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি হবে।

সূত্রমতে, এই বিধিমালা অনুযায়ী ৬০ শতাংশ নারী, ২০ শতাংশ পোষ্য এবং ২০ শতাংশ পুরুষ প্রার্থীদের দিয়ে পদগুলো পূরণ করা হবে। এর মধ্যেই মুক্তিযোদ্ধাসহ বিদ্যমান অন্য কোটাগুলো পূরণ করা হবে। উপজেলা বা থানাভিত্তিক শূন্যপদ অনুযায়ী কোনো কোটায় উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া না গেলে মেধাক্রম অনুযায়ী একই উপজেলা বা ক্ষেত্রমতো থানার উত্তীর্ণ সাধারণ প্রার্থীদের দিয়ে পূরণ করা হবে।

শিক্ষকদের পদমর্যাদা ও বেতন বৃদ্ধিতে জটিলতা : সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদমর্যাদা এক ধাপ বৃদ্ধি করে দ্বিতীয় শ্রেণী করাসহ সহকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল উন্নীত করা নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রস্তাব করলেও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বেশ কিছু প্রশ্ন তুলে পর্যবেক্ষণ দিয়েছে। ফলে পুরো বিষয়টি আটকে গেছে।

সূত্রমতে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় শুধু ৩৭ হাজার ৬৭২টি সরকারি বিদ্যালয়ের হিসাব দিয়ে তথ্য দিয়েছে। তাতে দেখানো হয়েছে মোট খরচ হবে ৩১৬ কোটি টাকা। কিন্তু সম্প্রতি দেশের প্রায় ২৬ হাজার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ ছাড়া বিদ্যালয়বিহীন দেড় হাজার গ্রামে একটি করে বিদ্যালয় নির্মাণের কাজ চলছে। কিন্তু সেগুলো প্রস্তাবে উল্লেখ নেই।

এ ছাড়া প্রধান শিক্ষকদের পদ দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করা হলে এই পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ন্যূনতম যোগ্যতা হবে স্নাতক দ্বিতীয় শ্রেণী। সে ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রধান শিক্ষকদের মধ্যে যাঁদের স্নাতক ডিগ্রি নেই, তাঁদের কীভাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর পদে পদায়ন করা হবে—সেটি সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।